যোয়েলের বই এবং লাওদিকীয় সপ্তম-দিন অ্যাডভেন্টিস্ট গির্জা - সংখ্যা তেরো

Jeff Pippenger
2025-12-18

সংখ্যা তেরো

বর্তমানে আমরা ১৮৬৩ সালের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রতীক নিয়ে আলোচনা করছি। আমরা আমাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করছি বাইবেলীয় কাদেশের ওপর, যা প্রতীক হিসেবে দেখায় যে 'বিশ্রাম'-এর বিরুদ্ধে প্রাচীন ইস্রায়েলের বিদ্রোহ একটি সময়পর্বে তাদের মৃত্যু ডেকে এনেছিল এবং যার পরিণতি কাদেশে গিয়ে পৌঁছায়; এইভাবে এটি প্রদর্শন করে যে ১৮৬৩ সালে, যখন লেবীয় পুস্তকের ছাব্বিশ অধ্যায়ের 'সাত বার' প্রত্যাখ্যাত হয়, তখন যিরমিয়ের 'প্রাচীন পথসমূহ'ও প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল।

কাদেশ ও ১৮৬৩-এর সঙ্গে সম্পর্কিত আলোর অন্বেষণে, আমরা কাদেশে এসে পৌঁছানো দশটি পরীক্ষাকে শনাক্ত করে আসছি। আমরা প্রথম তিনটি পরীক্ষাকে মান্নার পরীক্ষা হিসেবে চিহ্নিত করেছি। ওই তিনটি ধাপকে অলৌকিক ঘটনা বা পরীক্ষা হিসেবে উপস্থাপন করা যায়, এবং দশটি পরীক্ষার প্রথমটি, অর্থাৎ বিশ্রামবারের বিশ্রাম, দশম পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, যা পল হিব্রুদের পত্রে এত স্পষ্টভাবে 'বিশ্রাম' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই দশটি পরীক্ষায় একটি আলফা বিশ্রাম এবং একটি ওমেগা বিশ্রাম রয়েছে।

কাদেশে ইব্রীয়রা যে 'বিশ্রাম' প্রত্যাখ্যান করেছিল, তা একজন ভবিষ্যদ্বাণীর শিক্ষার্থী যেভাবেই সংজ্ঞায়িত করতে চাইুক না কেন—ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে প্রতিটি 'বিশ্রাম' (পংক্তির পর পংক্তি) আসলে 'বিশ্রাম ও সতেজতা'র দিকেই নির্দেশ করে, যা 'শেষের বৃষ্টি'। কাদেশ 'শেষের বৃষ্টি'র বার্তা প্রত্যাখ্যানের এবং সেই 'শেষের বৃষ্টি'র অভিজ্ঞতারও প্রধান প্রতীক; কারণ কাদেশে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের উপর যে সীলকরণ সম্পন্ন হয়, তা 'বুদ্ধিবৃত্তিক ও আত্মিক'—উভয়ভাবেই—সত্যের মধ্যে স্থিতি হয়ে যাওয়া।

> "যেহেমাত্র ঈশ্বরের লোকেরা তাদের কপালে সীলিত হবে—এটি কোনো দৃশ্যমান সীল বা চিহ্ন নয়, বরং সত্যের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিকভাবে স্থিতি হওয়া, যাতে তারা নড়ানো না যায়—যেহেমাত্র ঈশ্বরের লোকেরা সীলিত এবং ঝাঁকুনির জন্য প্রস্তুত হবে, তা এসে পড়বে। নিশ্চয়ই, এটি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে; ঈশ্বরের বিচারসমূহ এখন দেশে নেমে এসেছে, আমাদের সতর্ক করার জন্য, যাতে আমরা জানতে পারি কী আসছে।" সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট বাইবেল কমেন্টারি, খণ্ড ৪, ১১৬১।

'সত্যের মধ্যে' 'বৌদ্ধিকভাবে' স্থিতি হওয়া মানে ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়নে 'পংক্তির পর পংক্তি' পদ্ধতিটিকে একমাত্র পবিত্র বলে স্বীকৃত পন্থা হিসেবে গ্রহণ করা। এই সংকীর্ণ পন্থাটিই ১৮৪০ সালের আগস্টে সঠিক পন্থা হিসেবে নিশ্চিত হয়েছিল, যখন 'মিলার ও তাঁর সহযোগীরা যে ভাববাণীর ব্যাখ্যার নীতিসমূহ গ্রহণ করেছিলেন, সেগুলোর যথার্থতা সম্পর্কে অসংখ্য মানুষ নিশ্চিত হয়েছিল, এবং অ্যাডভেন্ট আন্দোলন এক আশ্চর্য গতিবেগে লাভ করেছিল।' এই 'আশ্চর্য গতিবেগে' বলতে ১৮৪০ সালে প্রথম স্বর্গদূতের বার্তাকে সারা বিশ্বে প্রেরণকারী পবিত্র আত্মার শক্তির প্রকাশকেই বোঝায়।

‘অসাধারণ প্রেরণা’র প্রতিনিধিত্বকারী সেই কাজে যারা অংশগ্রহণ করছিলেন, তাঁরা পবিত্র আত্মার শক্তিতে সেই কাজই সম্পাদনের ক্ষমতা পেয়েছিলেন। পবিত্র আত্মা শুধু তাদের মধ্যেই তাঁর শক্তি প্রকাশ করছিলেন, যারা পবিত্র প্রণালী গ্রহণ করছিলেন। পবিত্র আত্মা শুধু তাদের অন্তরেই তাঁর শক্তি প্রকাশ করছিলেন, যারা পবিত্র প্রণালী গ্রহণ করছিলেন।

বুদ্ধিগতভাবে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া হলো লাইন-উপর-লাইন পদ্ধতিকে গ্রহণ করা, এবং লাইন-উপর-লাইন পদ্ধতিকে এই ‘গ্রহণ’ লাওদিকীয়ের কাছে হৃদয়ের দরজা খুলে দেওয়া হিসেবে প্রতীকায়িত করা হয়, যাতে পবিত্র আত্মার রূপে লাওদিকিয়ার প্রতি প্রেরিত দূত প্রবেশ করতে পারেন। পবিত্র এই পদ্ধতি গ্রহণ করা বুদ্ধিগতভাবে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকা ব্যক্তিদের মনে পবিত্র আত্মার শক্তি নিয়ে আসে। ওই পদ্ধতি গ্রহণ করা এমন এক আধ্যাত্মিকতা উৎপন্ন করে যা ঈশ্বরত্ব ও মানবতার সংযোজনে প্রকাশিত হয়। বিশ্বাসের সঙ্গে মিলিত হলে, লাইন-উপর-লাইন এই বাইবেলীয় পদ্ধতির প্রয়োগকেই বুদ্ধিগতভাবে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়; এবং এই পদ্ধতি যে সত্য (বার্তা) উৎপন্ন করে, তা বাক্য যিনি—অর্থাৎ যীশু—তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তাঁর বাক্যের বার্তাকে গ্রহণ করা মানেই আপনার মনে পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করা। সুতরাং, বুদ্ধিগতভাবে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এমন এক আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা উৎপন্ন করে যা ঈশ্বরের অনুমোদনের সীল গ্রহণ করে।

কাদেশ ছিল প্রাচীন ইস্রায়েলের চূড়ান্ত পরীক্ষা। যোয়েলের পুস্তকে মদপানকারীদের দুই শ্রেণি শেষ বৃষ্টির বার্তাকে গ্রহণ বা বর্জনের ভিত্তিতে একে অপরের থেকে পৃথক ও চিহ্নিত হয়েছে; যোয়েল এই বার্তাকে ‘নতুন মদ’ বলে অভিহিত করেন, যা অপর শ্রেণি যে গাঁজানো মদ পান করছে তার বিপরীত। যোয়েলের ‘নতুন মদ’-ই হিব্রুদের পত্রের তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে পৌলের ‘বিশ্রাম’। এটি সেই বিষয়ও, যা যিশাইয়ার ‘এফ্রাইমের মাতালেরা’ ‘শুনতে’ অস্বীকার করে—যাদের তিনি বলছিলেন, ‘এটাই সেই বিশ্রাম, যার দ্বারা তোমরা ক্লান্তদের বিশ্রাম দিতে পারো; এবং এটাই সেই সতেজতা’; তবু তারা শুনতে চাইল না। কিন্তু প্রভুর বাক্য তাদের কাছে ছিল বিধান পর বিধান, বিধান পর বিধান; রেখা পর রেখা, রেখা পর রেখা; একটু এখানে, একটু সেখানে; যাতে তারা গিয়ে পিছনে পড়ে, ভেঙে যায়, ফাঁদে পড়ে এবং বন্দি হয়।

আমরা চিহ্নিত করেছি যে হারুনের সোনার বাছুর-বিদ্রোহ কাদেশে এসে সমাপ্ত হওয়া দশটি পরীক্ষার মধ্যে 'দুটি'কে প্রতিনিধিত্ব করে। সেই পরীক্ষাটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা 'শেষ বৃষ্টি'র পরীক্ষাকালের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা "পশুর মূর্তির পরীক্ষা" দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়; আর সেটিই হলো সেই পরীক্ষা যা ঈশ্বরের লোকদের পরিণতি নির্ধারণ করে। প্রকাশিত বাক্য ত্রয়োদশ অধ্যায়ে 'বিদ্রোহ' চিহ্নিত করা হয়েছে, কারণ 'তেরো' সংখ্যাটি বিদ্রোহকে প্রতিনিধিত্ব করে।

অধ্যায়টি শুরু হয় পোপীয় সমুদ্র-পশু দিয়ে, যা পৃথিবীতে বিদ্রোহের প্রধান প্রতীক; দানিয়েল এটিকে সেই ক্ষমতা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, যে উচ্চতমের বিরুদ্ধে মহা কথা বলে। ওই বিদ্রোহের পর আসে ভূমির পশু, অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্রোহ, যা পরে সমগ্র বিশ্বকে তাদের বিদ্রোহের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে বাধ্য করে। অধ্যায়ের তৃতীয় বিদ্রোহের ধরনটি তিনটির প্রথম বিদ্রোহেই পাওয়া যায়, যা সমুদ্র-পশু হিসেবে উপস্থাপিত—ভ্যাটিকানের প্রতীক। এগারো নম্বর পদে যুক্তরাষ্ট্র ড্রাগনের মতো কথা বলে এবং এভাবে পশুর প্রতিমূর্তি—ভ্যাটিকানের প্রতিমূর্তি—গঠন করে। বারো নম্বর পদ থেকে যুক্তরাষ্ট্র

বিশ্বকে একই কাজ করতে বাধ্য করে। হারুনের বিদ্রোহ দ্বিমুখী—এটি প্রথমে যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্রোহকে এবং পরে যখন ভ্যাটিকানের বিশ্ব-প্রতিমূর্তি বলবৎ করা হয়, তখন সমগ্র বিশ্বের বিদ্রোহকে প্রতিনিধিত্ব করে।

আহরণের বিদ্রোহ উভয় সময়কালকে চিহ্নিত করে—প্রথমটি মূসা সেখানে না থাকলে মূর্তিপূজার রূপে, এবং পরেরটি মূসা সেখানে থাকাকালীন মূর্তিপূজার রূপে। মূসা তখন আইন গ্রহণ করছিলেন, এবং তাই তিনি ঈশ্বরের আইনের প্রতিনিধিত্ব করেন—যা ওই বিদ্রোহে বিভাজনরেখা। আহরণের সোনার বাছুরের প্রতিমা দ্বারা প্রতীকীভূত পরীক্ষা হলো ১৮৬৩ সালের পরীক্ষা।

এটি রবিবার আইন-পরীক্ষা, যা জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে একটি বিভাজনরেখা নির্দেশ করে। এটি প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ বা মরুভূমিতে মৃত্যু—এই দুইয়ের মধ্যে বিভাজনরেখা; এটি পশুর চিহ্ন বা ঈশ্বরের সীল—এই দুইয়ের মধ্যে বিভাজনরেখা; এটি লাওদিকীয় শেবনার পরিণাম বা ফিলাডেলফীয় এলিয়াকিমের পরিণাম—এই দুইয়ের মধ্যে বিভাজনরেখা। মান্না দ্বারা প্রতীকায়িত প্রথম তিনটি পরীক্ষা যেমন বিশ্রামদিন না রবিবার—এই বিতর্ককে চিহ্নিত করে, তেমনি দশম পরীক্ষাটিও করে। আহারনের সোনার বাছুর বিদ্রোহে যে বিভাজনরেখা আছে, তা পঞ্চম ও ষষ্ঠ—দুই পরীক্ষাকেই নির্দেশ করে, এবং সেটাই রবিবার আইন।

চতুর্থ পরীক্ষা হল মাসাহে পানির ঘটনা; ‘মাসাহ’ অর্থ ‘পরীক্ষা’ এবং ‘মেরিবাহ’ অর্থ "যিহোবার পতাকা"; এবং এটি Exodus 17:1-7-এ উল্লিখিত, যেখানে এটিকে সরাসরি "প্রভুকে পরীক্ষা করা" বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

> আর ইস্রায়েলীয়দের সমগ্র সমাবেশ প্রভুর আদেশমতো, তাদের যাত্রাপথ অনুসারে, সীন মরুভূমি থেকে যাত্রা করল এবং রফিদীমে শিবির স্থাপন করল; কিন্তু লোকদের পান করার জন্য সেখানে জল ছিল না। তাই লোকেরা মোশির সঙ্গে বিবাদ করে বলল, “আমাদের পান করার জন্য জল দাও।” মোশি তাদের বললেন, “তোমরা আমার সঙ্গে কেন বিবাদ করছ? তোমরা প্রভুকে কেন পরীক্ষা করছ?” সেখানে লোকেরা জলের জন্য তৃষ্ণার্ত হল; এবং লোকেরা মোশির বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলল, “এটা কেন যে তুমি আমাদের মিশর থেকে বের করে এনেছ—তৃষ্ণায় আমাদের, আমাদের সন্তানদের এবং আমাদের গবাদিপশুদের মারবার জন্য?”
>
> মোশি প্রভুর কাছে আর্তনাদ করে বললেন, ‘এই লোকদের নিয়ে আমি কী করব? তারা প্রায় আমাকে প্রস্তরাঘাত করতে উদ্যত।’
>
> প্রভু মোশিকে বললেন, জনগণের আগে এগিয়ে যাও, এবং ইস্রায়েলের কিছু প্রবীণকে সঙ্গে নাও; আর তোমার লাঠি—যেটি দিয়ে তুমি নদীকে আঘাত করেছিলে—তোমার হাতে নিয়ে যাও। দেখ, আমি হোরেবে সেখানে শিলার ওপর তোমার সামনে দাঁড়াব; আর তুমি সেই শিলাটিকে আঘাত করবে, এবং তার মধ্যে থেকে জল বেরিয়ে আসবে, যাতে লোকেরা পান করতে পারে। এবং মোশি ইস্রায়েলের প্রবীণদের সামনে তেমনই করলেন।
>
> তিনি সেই স্থানের নাম মাসা ও মেরিবা রাখলেন, ইস্রায়েলীয়দের বিবাদের কারণে এবং কারণ তারা প্রভুকে পরীক্ষা করে বলেছিল, ‘প্রভু কি আমাদের মধ্যে আছেন কি না?’ নির্গমন ১৭:১–৭।

"মাসা" দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত পরীক্ষা এবং "মেরিবা" দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত নিশান—এই দুটিই একত্রে একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক "আলফা", যা তার ভবিষ্যদ্বাণীমূলক "ওমেগা"-র সাথে

মিলিত হয় যখন মোশি একই শিলাকে দ্বিতীয়বার আঘাত করেন। এর অর্থ, দশটি উস্কানির মধ্যে চতুর্থটির প্রতীক হলো কাদেশ, কারণ দ্বিতীয় কাদেশেই মোশি বিদ্রোহ করে শিলাকে আঘাত করেন। এটি নির্দেশ করে যে প্রতীক হিসেবে কাদেশের মধ্যে জলের পরীক্ষা অন্তর্ভুক্ত, যা একটি নিশান সৃষ্টি করে।

যে জলের পরীক্ষা থেকে পতাকা প্রকাশিত হয়, সেটিই শেষ বৃষ্টির বার্তার পরীক্ষা। ১৮৬৩ সালে পতাকা উচ্চে তোলা হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু হায়; ১৮৬৩ ছিল কেবল প্রথম কাদেশ, আর দ্বিতীয় কাদেশ হলো আসন্ন রবিবার আইন। মাসা ও মেরিবা প্রতিনিধিত্ব করে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের চূড়ান্ত পরীক্ষাকে—রবিবার আইনের সময় তাদের পতাকা হিসেবে উচ্চে তোলা হওয়ার ঠিক আগে। খ্রিস্টের মৃত্যুর ব্যবস্থা রোমের কর্তৃত্ব বা ইহুদিদের কর্তৃত্ব করেনি। সেই কর্তৃত্ব ক্রুশের বহু যুগ আগে স্বর্গীয় পরামর্শসভায় অনুমোদিত হয়েছিল। মোশি তাঁর দণ্ড—যে দণ্ডকে স্বয়ং ঈশ্বর অভিষিক্ত করেছিলেন—ব্যবহার করে শিলাকে আঘাত করেছিলেন; কিন্তু মাত্র একবার। অনুপ্রেরণার মতে সেই শিলা ১৮৪০ থেকে ১৮৪৪ সালের বার্তাসমূহ দ্বারা উপস্থাপিত, যা ধার্মিকদের পথকে নির্দেশ করা পুরাতন ভিত্তিমূলক সত্যসমূহ। মাসা দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা পরীক্ষায় যে জল উদ্ধার করে, তা হলো পুরাতন পথের শিলা থেকে নির্গত জল। সেই জল পরীক্ষা নিয়ে দুইটি শ্রেণি সৃষ্টি করে: একটির জন্য পশুর চিহ্ন, আরেকটির জন্য ঈশ্বরের মোহর—যেমন মেরিবা দ্বারা বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ যারা পতাকা হিসেবে উচ্চে তোলা হয়, তাদের উপর ঈশ্বরের মোহর স্থাপিত হয়।

আরতাক্ষস্তার তৃতীয় ফরমানের আগেই মন্দিরটি সম্পন্ন হয়েছিল, যা প্রমাণ করে যে ১৭৯৮ থেকে ১৮৪৪ পর্যন্ত ৪৬ বছরে খ্রিস্ট যে মিলারবাদীদের মন্দির গড়ে তুলছিলেন, সেটিও তৃতীয় ফরমানের আগমনের দ্বারা প্রতীকায়িত তৃতীয় স্বর্গদূতের আগেই সম্পন্ন হয়েছিল। এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার জন রবিবারের আইনের ঠিক আগে সিলমোহরিত হয়; তারপর তাঁদের প্রাচীন কালের ন্যায় পেন্টেকস্টের প্রথম ফলের নিবেদন হিসেবে ধ্বজা হিসেবে তুলে ধরা হয়। মাসা ও মেরিবা প্রথম ও তৃতীয় স্বর্গদূতের ইতিহাসে মধ্যরাতের আর্তনাদের বার্তা দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা জলের পরীক্ষাটিকে চিহ্নিত করে।

ঈশ্বরত্বকে মানবতার সঙ্গে সংযুক্ত করার কাজটিকে দুটি মন্দিরের মিলন হিসেবেও উপস্থাপিত করা হয়। এটিকে বিবাহ হিসেবেও উপস্থাপিত করা হয়, যেখানে একজন পুরুষ ও একজন নারী, অথবা একটি নারী-মন্দির ও একটি পুরুষ-মন্দির মিলিত হয়ে এক দেহ হয়। খ্রিস্ট তাঁদেরকে তাঁর স্বর্গীয় মন্দিরে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে মিলারাইট মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যেখানে তারা “বিশ্রাম” পেতে, যা ১৮৪৪ সালের ইতিহাসে সপ্তম-দিনের সাবাথ দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে।

যখন মাসা ও মেরিবা সম্পর্কে চতুর্থ পরীক্ষা হিসেবে এই বোঝাপড়াটি এমন এক প্রারম্ভিক পরীক্ষার সঙ্গে—যা নিজেও তিনটি পরীক্ষাকে প্রতিনিধিত্ব করে—এবং যার পরে পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরীক্ষার রবিবারের আইন আসে—এই দুইয়ের মাঝখানে প্রয়োগ করা হয়, তখন আপনি দেখতে পারেন, তবে কেবল আপনি দেখতে ইচ্ছুক হলে, যে ত্রিবিধ মান্নার পরীক্ষা প্রথম পরীক্ষা, যার পর আসে এমন এক পরীক্ষা, যা হারুনের সোনার বাছুরের তৃতীয় দ্বিবিধ পরীক্ষার দিকে অগ্রসর হয়। মাসা ও মেরিবা একত্রে উপস্থাপিত হয়েছে, কারণ কেবল দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তাতেই একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক "দ্বিগুণ" অবস্থান করে। মান্নার প্রথম তিনটি পরীক্ষা হচ্ছে প্রথম স্বর্গদূতের বার্তা। মাসা ও মেরিবার পরীক্ষা হচ্ছে দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তা এবং হারুনের বিদ্রোহ হচ্ছে তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা।

পঞ্চম পরীক্ষা হলো আহারোনের সোনার বাছুরের পরীক্ষা, যা মূর্তিপূজার প্রকাশের মাধ্যমে শুরু হয়, যখন বিদ্রোহীরা মনে করেছিল যে তাদের নগ্ন বিদ্রোহ ঈশ্বরের দৃষ্টির আড়ালে ছিল।

> এবং যখন লোকেরা দেখল যে মোশি পর্বত থেকে নামতে বিলম্ব করছেন, তখন লোকেরা হারুনের কাছে একত্রিত হয়ে তাকে বলল, ‘উঠে আমাদের জন্য এমন দেবতারা তৈরি কর, যারা আমাদের সামনে সামনে চলবে; কারণ এই মোশি—যে মানুষ আমাদের মিশরদেশ থেকে বের করে এনেছিল—তার কী হয়েছে আমরা জানিনা।’ আর হারুন তাদের বলল, ‘তোমাদের স্ত্রীদের, পুত্রদের ও কন্যাদের কানে যে সোনার দুল আছে, সেগুলো খুলে এনে আমাকে দাও।’ তখন সমস্ত লোক তাদের কানে থাকা সোনার দুল খুলে হারুনের কাছে নিয়ে এল। আর সে সেগুলো তাদের হাত থেকে নিয়ে গলিয়ে একটি বাছুরের মূর্তি বানাল এবং খোদাই করার যন্ত্র দিয়ে সেটিকে গড়ে নিল; এবং তারা বলল, ‘হে ইস্রায়েল, এ-ই তোমার দেবতারা, যারা তোমাকে মিশরদেশ থেকে বের করে এনেছে।’ আর হারুন তা দেখে তার সামনে একটি বেদি নির্মাণ করল; এবং হারুন ঘোষণা করে বলল, ‘আগামীকাল প্রভুর জন্য উৎসব।’
>
> আর তারা পরদিন সকালে তাড়াতাড়ি উঠে দগ্ধ-বলি নিবেদন করল এবং শান্তি-বলি আনল; আর লোকেরা খাওয়া ও পান করার জন্য বসল, এবং ক্রীড়া করার জন্য উঠল। নির্গমন ৩২:১–৬।

ষষ্ঠ পরীক্ষা সোনার বাছুরের বিদ্রোহের দ্বিতীয় পর্ব, যখন মোশে দশ আজ্ঞা গ্রহণ করে ফিরে আসেন। মোশে জিজ্ঞাসা করেন, "কে প্রভুর পক্ষে?" অধিকাংশই নিষ্ক্রিয় থাকে বা মূর্তিপূজকদের পক্ষে দাঁড়ায়, মধ্যস্থের উপস্থিতিতেই সেই একই বিদ্রোহ প্রকাশ্যে দেখায়।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরীক্ষা স্পষ্টভাবে রবিবারের আইনকে প্রতীকায়িত করে এবং তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কার্মেল পর্বতে এলিয়াহ মোশের মতোই অনুরূপ প্রশ্ন করেন। ‘আজ তোমরা কাকে সেবা করবে তা বেছে নাও’—এই আহ্বানটি রবিবারের আইনের পরীক্ষার দিকে ইঙ্গিত করে। পশুর মূর্তির পরীক্ষার প্রতীকত্ব রবিবারের আইনের দিকে ইঙ্গিত করে। আহরণের কাহিনিতে লেবীয়দের বিভাজন এবং যেরোবোয়ামের দুটি সোনার বাছুরের কাহিনিতে বারোটি গোত্রের বিভাজন, রবিবারের আইনের সময় জ্ঞানী ও মূর্খদের বিভাজনকে চিহ্নিত করে। সিস্টার হোয়াইট যেমন সাক্ষ্য দিয়েছেন, লাওদিকীয়রা হলো মূর্খ কুমারীরা; অতএব রবিবারের আইনে কুমারীদের বিভাজন হলো লাওদিকীয় ও ফিলাডেলফীয়দের বিভাজন। পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরীক্ষা, যা একটি দ্বিবিধ পরীক্ষা, রবিবারের আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ; অর্থাৎ তা ১৮৬৩ এবং কাদেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

নির্গমন গ্রন্থের বত্রিশ ও তেত্রিশ অধ্যায় একই দিনে, মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে, পূরণ হয়, এবং সেই দিনটি ১৮৬৩ ও কাদেশকে প্রতীকায়িত করে। তেত্রিশতম অধ্যায়ে মোশি ঈশ্বরের মহিমা দেখতে অনুরোধ করেন। অতএব, পঞ্চম ও ষষ্ঠ বিদ্রোহে আমরা মোশিকে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের রূপে রূপান্তরিত হতে দেখি। সেই একই মোশি আবার কাদেশে শিলাকে দ্বিতীয়বার আঘাতও করছেন, ফলে তিনি এমন এক শ্রেণিকে প্রতিনিধিত্ব করেন, যারা যে শিলার উপর পড়তে অস্বীকার করেছিল, সেই শিলাই তাদের চূর্ণ করে দেয়। সেই শিলা একটি বার্তা; তাই কাদেশে মোশির দুটি প্রতীক রয়েছে: একটি ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করে এবং অন্যটি শিলাকে প্রত্যাখ্যান করে।

সিয়োনের প্রাচীরের উপর ঈশ্বরের প্রহরী হিসেবে যারা দাঁড়ান, তারা যেন এমন মানুষ হন যারা জনগণের সামনে যে বিপদ রয়েছে তা দেখতে পারেন—যারা সত্য ও ভ্রান্তি, ধার্মিকতা ও অধার্মিকতার মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন।

"সতর্কবাণী এসেছে: এমন কিছুই প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না যা সেই বিশ্বাসের ভিত্তিকে বিচলিত করবে, যার উপর আমরা ১৮৪২, ১৮৪৩ এবং ১৮৪৪ সালে বার্তাটি আসার পর থেকে নির্মাণ করে আসছি। আমি এই বার্তার মধ্যে ছিলাম, এবং সেই সময় থেকে আমি জগতের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছি, ঈশ্বর আমাদের যে আলো দিয়েছেন তার প্রতি সত্যনিষ্ঠ থেকে। আমরা সেই মঞ্চ থেকে আমাদের পদ সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব করি না, যার উপর আমাদের স্থাপন করা হয়েছিল, যখন দিন দিন আমরা আন্তরিক প্রার্থনায় প্রভুকে অন্বেষণ করতাম, আলোর সন্ধান করতাম। তোমরা কি মনে কর যে, ঈশ্বর আমাকে যে আলো দিয়েছেন, আমি তা ত্যাগ করতে পারি? তা যুগযুগান্তরের শিলা-স্বরূপ হবে। তা আমাকে পথনির্দেশ করে আসছে, যদিনি থেকে তা আমাকে দেওয়া হয়েছে।" Review and Herald, April 14, 1903.

'কাদেশে মোশি' বিষয়ক প্রতীকগুলোর একটি হলো দণ্ড দিয়ে শিলায় আঘাত করা—যা কর্তৃত্বের প্রতীক। প্রথমবার তা ছিল ঈশ্বরের কর্তৃত্ব, আর দ্বিতীয়বার তা ছিল মানুষের কর্তৃত্ব। দ্বিতীয় কাদেশে মোশির দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত শ্রেণিটিকে 'এফ্রাইমের মাতালরা' হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে; তারা তাদের ধর্মতাত্ত্বিক কর্তৃত্ব (দণ্ড) ব্যবহার করে 'শেষ বৃষ্টির' বার্তাকে আক্রমণ করে, যা ১৮৪০ থেকে ১৮৪৪ সালের 'পুরোনো পথ'-এর বার্তা।

"১৮৪০–১৮৪৪ সাল থেকে যে সমস্ত বার্তা দেওয়া হয়েছিল, সেগুলো এখন শক্তিশালীভাবে উপস্থাপন করতে হবে, কারণ অনেকে লোক তাদের দিশা হারিয়ে ফেলেছে। এই বার্তাগুলো সকল মণ্ডলীর নিকট পৌঁছাতে হবে। "

"খ্রিষ্ট বলেছিলেন, 'ধন্য তোমাদের চক্ষু, কারণ তারা দেখে; এবং তোমাদের কর্ণ, কারণ তারা শোনে। কেননা আমি তোমাদের সত্যই বলছি, অনেক ভাববাদী ও ধার্মিক ব্যক্তি তোমরা যা দেখছ তা দেখিবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু দেখেনি; এবং তোমরা যা শুনছ তা শুনিবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু শুনেনি' [Matthew 13:16, 17]। ধন্য সেই চক্ষুগুলি, যাহারা 1843 ও 1844 সালে দেখা বিষয়গুলি দেখিয়াছিল।"

"বার্তাটি দেওয়া হয়েছে। আর এই বার্তাটি পুনরাবৃত্তি করায় কোনো বিলম্ব হওয়া উচিত নয়, কারণ সময়ের লক্ষণসমূহ পরিপূর্ণ হচ্ছে; সমাপনী কাজ অবশ্যই সম্পন্ন করতে হবে। অল্প সময়ের মধ্যে এক মহান কাজ সম্পন্ন হবে। শীঘ্রই ঈশ্বরের নিযুক্ততে একটি বার্তা প্রদান করা হবে, যা এক উচ্চধ্বনিতে পরিণত হবে। তখন দানিয়েল তার নির্দিষ্ট অংশে দাঁড়াবে, তার সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য।" Manuscript Releases, খণ্ড ২১, ৪৩৭।

মান্নার প্রথম পরীক্ষাটি তিনটি পরীক্ষা। দশটি পরীক্ষার শেষেটি তৃতীয় স্বর্গদূতের পরীক্ষা। প্রথম ও শেষ—দুটিই পরীক্ষার প্রতীক হিসেবে 'বিশ্রাম'কে উপস্থাপন করে। প্রথম পরীক্ষাটি তিনটি পরীক্ষা, যা প্রথম স্বর্গদূতকে প্রতিনিধিত্ব করে এবং যার পরে দ্বিতীয় স্বর্গদূত আসে; কিন্তু চতুর্থ পরীক্ষা—যেখানে সীলকরণ এবং পতাকা হিসেবে তুলে ধরা হয়—তা মাসা ও মেরিবা দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরীক্ষায় যে তৃতীয় স্বর্গদূতকে প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে, সেটিই তৃতীয় পরীক্ষা, যা মাসা ও মেরিবার দ্বিতীয় পরীক্ষা এবং মান্নার প্রথম পরীক্ষার পর আসে।

গণনাপুস্তক ১১:১–৩-এ বর্ণিত তাবেরাহে সংঘটিত প্ররোচনাটি সপ্তম পরীক্ষা। ‘তাবেরাহ’—যার অর্থ ‘দহনস্থল’—এই নাম দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা বিশ্বাসের অগ্নিপরীক্ষা যেসব পদে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার আগে এমন পদ রয়েছে যা মরুভূমির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের লোকদের অগ্রযাত্রাকে চিহ্নিত করে। দশম অধ্যায়ে প্রকাশিত অধৈর্যতার সঙ্গে তীব্র বৈপরীত্যে রয়েছে সেই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার, যারা মেষশাবকের অনুসরণ করে তিনি যেখানেই যান না কেন। এরা সেইসব লোক, যাদের মধ্যে সন্তদের ধৈর্য আছে; কিন্তু প্রাচীন ইস্রায়েল দশম অধ্যায়ে যে অধৈর্যতা প্রদর্শন করেছিল, তা একাদশ অধ্যায়ে তাদের অগ্নিপরীক্ষার দিকে নিয়ে যায়।

> তারা প্রভুর পর্বত থেকে তিন দিনের যাত্রায় রওনা দিল; আর ঐ তিন দিনের যাত্রায় তাদের জন্য বিশ্রামের স্থান খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে প্রভুর চুক্তির সিন্দুক তাদের আগে আগে চলল। তারা যখন শিবির থেকে বের হত, দিনে প্রভুর মেঘ তাদের উপর থাকত। আর যখন সিন্দুক যাত্রা আরম্ভ করত, মোশি বলতেন, হে প্রভু, উঠুন, আপনার শত্রুরা ছত্রভঙ্গ হোক; যারা আপনাকে ঘৃণা করে তারা আপনার সামনে থেকে পালিয়ে যাক। আর যখন তা বিশ্রাম নিত, তিনি বলতেন, হে প্রভু, ইস্রায়েলের বহু সহস্রের মধ্যে ফিরে আসুন। গণনা ১০:৩৩-৩৬।

পরবর্তী পদ তাবেরাহের বিদ্রোহের পরিচয় করিয়ে দেয়।

> আর যখন লোকেরা অভিযোগ করিল, এতে প্রভু অপ্রসন্ন হলেন; প্রভু তা শুনিলেন, এবং তাঁর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল; প্রভুর অগ্নি তাদের মধ্যে জ্বলিল এবং শিবিরের দূরপ্রান্তে যারা ছিল, তাদের গ্রাস করিল। তখন লোকেরা মোশির নিকট আর্তনাদ করিল; এবং মোশি যখন প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিলেন, তখন অগ্নি নিভে গেল। তিনি সেই স্থানটির নাম রাখিলেন তাবেরা; কারণ প্রভুর অগ্নি তাদের মধ্যে জ্বলিয়াছিল। গণনাপুস্তক ১১:১–৩।

অগ্নির প্রকাশের পর যে প্ররোচনা ঘটেছিল, তা ছিল মাংসখাদ্যের আকাঙ্ক্ষা, এবং সেটিই অষ্টম পরীক্ষা। এটি গণনাপুস্তক ১১:৪–৩৪ পদে রয়েছে। তাবেরাহে অভিযোগ-অনুযোগ উচ্চতর প্রকৃতির বিকৃতি ও ধৈর্যের অভাবকে বোঝায়, আর মিশরের মাংসের হাঁড়ির প্রতি লালসার বিদ্রোহ নিম্নতর প্রকৃতিকে নির্দেশ করে। আগুনটি মালাখি তৃতীয় অধ্যায়ে চুক্তির দূতের অগ্নিদ্বারা শুদ্ধিকরণকে নির্দেশ করে, কারণ ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে তাবেরাহ অর্থ দহনস্থল, এবং ঈশ্বরের ভাববাদী বাণীতে সেই দহনস্থলের উল্লেখ মালাখি তৃতীয় অধ্যায়েই, যেখানে আগুন এমন এক অধীর শ্রেণি উৎপন্ন করে যাদের শোধিত হওয়া নির্ধারিত, এবং এমন এক ধৈর্যশীল শ্রেণি, যাদের উত্তোলিত নিবেদনরূপে পরিশুদ্ধ করা হয়।

তাবেরার উচ্চ ও নিম্ন প্রকৃতির দ্বিবিধ পরীক্ষায় যাদের মূসা প্রতিনিধিত্ব করেন, তারা হলো এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার, যারা বুদ্ধিগত ও আধ্যাত্মিক উভয় দিক থেকেই সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বুদ্ধি দ্বারা উচ্চ প্রকৃতি সনাক্ত হয়, এবং আধ্যাত্মিক অর্থে তা ঈশ্বরত্ব ও মানবত্বের মিলনকে উপস্থাপন করে। নিম্ন প্রকৃতি ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত হলে তবেই ঈশ্বরত্ব মানবত্বের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। বুদ্ধিগত ও আধ্যাত্মিকভাবে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া মোহরপ্রাপ্ত হওয়ার অভিজ্ঞতাকে নির্দেশ করে। তাবেরার আগুন খ্রিষ্টের সেই কাজে, যেখানে তিনি এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মন্দিরকে উত্থাপন করেন, গম ও আগাছার চূড়ান্ত বিচ্ছেদকে নির্দেশ করে।

নবম পরীক্ষা হলো গণনাপুস্তক ১২ অধ্যায়ে বর্ণিত মিরিয়াম ও হারুনের বিদ্রোহ। এই প্ররোচনাটি কোরাহ, দাথান ও অবিরামের প্ররোচনা কিংবা ১৮৮৮ সালের মিনিয়াপলিসের ঘটনার থেকে আলাদা ছিল না। বিষয়টি শুধু ঈশ্বরের বার্তা প্রত্যাখ্যান করা নয়, বরং ঈশ্বরের নির্বাচিত নেতৃত্বকে প্রত্যাখ্যান করাও।

যে নেতারা শুধু বার্তা নয়, বার্তাবাহককেও প্রত্যাখ্যান করেন, তাদের নিন্দা দশম পরীক্ষার আগে ঘটে। রবিবারের আইন, যা দশম পরীক্ষা, জারি হওয়ার ঠিক আগে নেতৃত্ব ধর্মত্যাগীরূপে আত্মপ্রকাশ করে। রবিবারের আইন ক্রুশের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ, এবং ক্রুশের পথে—যা রবিবারের আইন—নেতৃত্ব বারাব্বাস নামে এক মিথ্যা খ্রিস্টকে বেছে নিয়েছিল; কারণ "বার" মানে '...এর পুত্র' এবং "আব্বা" মানে 'পিতা'। ক্রুশের (রবিবারের আইন) বা কাদেশের দিকে এগোতে এগোতে, নেতৃত্ব নকল খ্রিস্টকে বেছে নিয়ে পুরোদস্তুর ধর্মত্যাগ প্রকাশ করে এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষকে সরাসরি জানায় যে তাদের কোনো রাজা নেই, কেবল সিজার।

সপ্তম, অষ্টম ও নবম পরীক্ষা সিলমোহরকরণ প্রক্রিয়াকে চিহ্নিত করছে, কিন্তু দৃষ্টান্তটি মূর্খ কুমারীদের। ঐ পরীক্ষাগুলোর দশমটি ছিল কাদেশের প্রথম বিদ্রোহ, যা ১৮৬৩-কে প্রতীকায়িত করেছিল। ১৮৪৬ সাল থেকে ইব্রীয়দের আইন গ্রহণের জন্য সিনাই পর্বতে আনা হয়েছিল। দশ আজ্ঞার দুই ফলক প্রাচীন আক্ষরিক ইস্রায়েলের সঙ্গে ঈশ্বরের চুক্তিগত সম্পর্কের প্রতীক, এবং হবকূকের দুই ফলক আধুনিক আত্মিক ইস্রায়েলের চুক্তিগত সম্পর্কের প্রতীক। দ্বিতীয় ফলকটি ১৮৫০ সালে উপস্থাপিত হয়েছিল, এবং যেমন প্রাচীন ইস্রায়েল আইন মানার শপথ করেছিল, ১৮৫৬ সালের মধ্যে একটি চূড়ান্ত পরীক্ষা আনা হয়েছিল, যা প্রতিশ্রুত দেশে গুপ্তচরদের গমনের মাধ্যমে প্রতীকায়িত হয়েছিল। ১৮৫৬ থেকে ১৮৬৩ পর্যন্ত সাত বছরে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামত গঠিত হয়েছিল, তা ছিল যে লাওদিকীয় অরণ্যই সেই স্থান যেখানে তারা মরতে চেয়েছিল।

1844 থেকে 1863 সালের সময়কালটি সেই সময়ের দ্বারা প্রতিরূপিত হয়, যা লোহিত সাগরে বাপ্তিস্ম দিয়ে শুরু হয়ে ইয়র্দন নদীতে আরেকটি বাপ্তিস্মের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়েছিল—ঠিক সেই স্থানেই যেখানে পরে যোহনের দ্বারা বাপ্তিস্ম গ্রহণের সময় যীশু খ্রিস্ট হয়েছিলেন। লোহিত সাগরের সেই বাপ্তিস্ম প্রাচীন ইস্রায়েলের সঙ্গে এক চুক্তির সম্পর্ককে চিহ্নিত করেছিল। সেই সম্পর্কটি এক বিবাহের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল, যা একই সঙ্গে দশ-পর্যায়ের একটি পরীক্ষার প্রক্রিয়ার সূচনা ঘটায়। এরপর তাদের সিনাইয়ে আনা হয়, এবং তারা তাঁর ব্যবস্থা পালন করার প্রতিজ্ঞা করেছিল, কিন্তু তা করেনি; এবং কাদেশের প্রথম বিদ্রোহে দশম ও শেষ পরীক্ষায় তারা ব্যর্থ হয়েছিল। চল্লিশ বছর পর এবং কাদেশে দ্বিতীয়, আরও বড় বিদ্রোহের পর, তারা ইয়র্দন নদীতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে প্রতিশ্রুত ভূমিতে প্রবেশ করেছিল।

বাপ্তিস্মের সব মাইলফলক চুক্তির সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা। ওমেগা ও দ্বিতীয় কাদেশের ইতিহাস প্রথম, অর্থাৎ আলফা কাদেশের ইতিহাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মূসার ওমেগা বিদ্রোহ ছিল কাদেশের আলফা বিদ্রোহে সমগ্র জাতির বিদ্রোহের চেয়েও অনেক বড়। ওমেগা সর্বদাই বৃহত্তর। উভয় বিদ্রোহ মিলিয়ে ইশাইয়াহর শিক্ষিত ও অশিক্ষিতদের সেই বিদ্রোহকেই প্রতিনিধিত্ব করে, যারা অন্তিম বৃষ্টির বার্তার বিশ্রামে প্রবেশ করতে অস্বীকার করে।

তিনটি বাপ্তিস্ম (লোহিত সাগর, যর্দন নদী এবং যর্দন নদী), প্রথমটি মোশির এবং শেষটি খ্রিস্টের, সুতরাং মোশি হলেন আলফা এবং খ্রিস্ট হলেন ওমেগা। হিব্রু বর্ণমালার প্রথম

এবং বাইশতম অক্ষরের মাঝখানের অক্ষর, অর্থাৎ ত্রয়োদশ অক্ষর, যখন প্রথম অক্ষরের পরে যুক্ত হয় এবং পরে সেটি আবার শেষে অর্থাৎ বাইশতম অক্ষরের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন হিব্রু শব্দ ‘সত্য’ গঠিত হয়। মধ্যবর্তী বাপ্তিস্ম ছিল যর্দন নদী ও কাদেশে। লোহিত সাগরে প্রথম বাপ্তিস্মের পর যর্দনে বাপ্তিস্ম হয়েছিল। কিন্তু যর্দনে প্রথম বাপ্তিস্ম চল্লিশ বছরের জন্য স্থগিত ছিল, কাদেশে দ্বিতীয়বার আগমন এবং যর্দনের প্রকৃত বাপ্তিস্ম পর্যন্ত। তৃতীয় বাপ্তিস্ম, যা ইহুদিদের পরিদর্শনের সময়কে প্রতিনিধিত্ব করছিল, এসে পৌঁছাল যখন খ্রিস্ট দানিয়েলে অধ্যায় নয়, পদ সাতাশ পূর্ণ করতে এক সপ্তাহের জন্য চুক্তি নিশ্চিত করার তাঁর কাজ শুরু করলেন, এবং সেটি ছিল প্রাচীন ইস্রায়েলের বিচারের সময়।

লোহিত সাগরে প্রথম বাপ্তিস্মটি প্রথম স্বর্গদূতের বার্তা; আর কাদেশে দুইবারের সফর একটি 'দ্বিগুণ'কে নির্দেশ করে, কারণ কাদেশে প্রথম সফর এবং যর্দন নদীর ঘটনায় ঈশ্বরের চুক্তিবদ্ধ জনগণের বিদ্রোহ প্রতিনিধিত্ব পায়, আর দ্বিতীয়বার কাদেশে নেতৃত্বের বিদ্রোহ প্রকাশ পায়। কাদেশ এবং ঐ দুই সফর দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তার একটি দ্বিগুণতা নির্দেশ করে, যেখানে দুই শ্রেণি প্রকাশিত হয়, এবং উভয় শ্রেণিই জনগণ ও নেতৃত্ব উভয়ের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব পায়। খ্রিস্টের বাপ্তিস্মই তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা, যখন গম ও আগাছা আলাদা করা হয়, যেমন প্রাচীন ইস্রায়েলের বিচারের সময়ে খ্রিস্ট যে খ্রিস্টীয় কনেকে বিবাহ করেছিলেন, সেই কনের থেকে প্রাচীন ইস্রায়েলকে আলাদা করা হয়েছিল।

১৮৪৪ থেকে ১৮৬৩ পর্যন্ত সময়কালটি লাল সাগর পারাপার থেকে কাদেশে প্রথম বিদ্রোহ পর্যন্ত সময়। ১৮৪৪ হল লাল সাগর পার হওয়া, ১৮৪৬ হল মান্না, যা বিশ্রামদিনের পরীক্ষার প্রতীক, যে পরীক্ষায় হোয়াইটরা ১৮৪৬ [illegible] বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সময় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। ১৮৪৯ সালে প্রভু তাঁর লোকদের সমবেত করতে দ্বিতীয়বারের মতো তাঁর হাত প্রসারিত করলেন। প্রথম স্বর্গদূতের বার্তার সময়, যখন ইতিহাসে হাবাক্কূকের সারণির প্রথমটি উপস্থিত হয়েছিল, তখন তিনি তাঁদের সমবেত করেছিলেন, এবং দ্বিতীয় সারণিটিও একই উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত ছিল।

ওমেগা ১৮৫০ সারণির উদ্দেশ্য ছিল সমবেত করা ও পরীক্ষা করা, কারণ আলফা ১৮৪৩ সারণি সেটাই করেছিল। প্রথম স্বর্গদূতের একটি সারণি ছিল, এবং তৃতীয় স্বর্গদূতেরও একটি সারণি ছিল, কারণ প্রথমটি আলফা এবং তৃতীয়টি ওমেগা। "দুটি সারণি" হলো প্রথম ও তৃতীয় স্বর্গদূতের মাইলফলক—দ্বিতীয়টির নয়। "সারণি"গুলোর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়কাল একটি ত্রুটিযুক্ত সারণি দিয়ে শুরু হয়ে একটি ত্রুটিমুক্ত সারণি দিয়ে শেষ হয়। দুই সারণির মধ্যবর্তী ইতিহাসটি দ্বিতীয় স্বর্গদূতের ইতিহাস, যেখানে চার্টটি ১৮৫০ সাল পর্যন্ত একপাশে সরিয়ে রাখা হয়।

১৮৪৩ সালটি ১৮৪৪ সালের ১৯ এপ্রিল শেষ হওয়ার পর, ১৮৪৩ সালের চার্টটি একপাশে সরিয়ে রাখা হয়েছিল, কারণ তখন তা ১৮৪৩ সালকেই ভুলভাবে পূর্বাভাস দিয়েছিল। ১৮৪৪ সালের ১৯ এপ্রিল থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত হাবাক্কূকের কোনো সারণি নেই। দ্বিতীয় স্বর্গদূতের ইতিহাসে কোনো চার্ট ছিল না, এবং ব্যাবিলন পতিত হয়েছিল। আলফা একটি সারণি, ওমেগাও একটি সারণি, আর মাঝখানে আছে ব্যাবিলনের পতন; এটি বিদ্রোহের একটি প্রতীক, যা সেই সময়ের সঙ্গে সম্পর্কিত যখন কোনো সারণি ছিল না। হাবাক্কূকের সারণিসমূহের ঐতিহাসিক সময়কাল সত্যের স্বাক্ষর বহন করে।

১৮৫০ সালটি সিনাই এবং ব্যবস্থার প্রদানের দ্বারা প্রতীকায়িত ছিল। ওই ঘটনাটি পেন্টেকোস্টের মাধ্যমে স্মরণ করা হয়েছিল, যখন দোলা-অর্ঘ্যের দুটি রুটি তুলে ধরা হয়েছিল। দোলা-অর্ঘ্যের রুটি তুলে ধরার প্রক্রিয়াটি ১৮৪২ সালের মে মাসে সারণিটির মুদ্রণ ও প্রচার, ১৮৪৯ সালের ইতিহাস—যখন দ্বিতীয় চার্ট প্রস্তুত করা হয়েছিল—এবং ১৮৫০ সালে তা উপলব্ধ হওয়ার মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে। এই সময়কালটি খ্রিস্টের ক্রমরেখায় তাঁর পুনরুত্থান থেকে পেন্টেকোস্ট পর্যন্ত পঞ্চাশ দিন হিসেবে উপস্থাপিত, যা চল্লিশ দিনের পর আরও দশ দিনে বিভক্ত।

১৮৪৯ সালে খ্রিস্ট দ্বিতীয়বার তাঁর হাত বাড়িয়ে দিচ্ছিলেন, এবং ১৮৫০ সালে হাবাক্কূকের দ্বিতীয় পটিকা উপলভ্য ছিল এবং কাদেশের দিকে নিয়ে যাওয়া পরীক্ষার প্রক্রিয়া অগ্রসর হয়েছিল। ১৮৫৬ সালে আন্দোলনের সাময়িকীতে মিলারের ভিত্তিগত ভাববাণীমূলক প্রকাশ সম্পর্কে নতুন আলো প্রকাশিত হলে প্রাচীন ইস্রায়েলের দশটি পরীক্ষার শেষটি এসে পৌঁছেছিল। ১৮৫৬ থেকে ১৮৬৩ পর্যন্ত, ভাববাণীমূলক গণনায় দুই হাজার পাঁচশ বিশ দিন ধরে, গোয়েন্দারা ভূমি অন্বেষণ করতে গিয়েছিল। ১৮৬৩ সালে তারা তাদের মিশরে ফিরিয়ে নিতে নতুন এক নেতা বেছে নিয়েছিল।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে এই সত্যগুলো নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাব।

> "১৮৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর, ভারমন্টের বর্ডোভিলে আমাকে দেওয়া এক দর্শনে আমাকে দেখানো হয়েছিল যে আমার স্বামীর পরিস্থিতি অত্যন্ত কঠিন হয়েছে। তার ওপর দায়িত্ব ও পরিশ্রমের চাপ ছিল। সেবোকার্যে তার সহভাইদের এ বোঝাগুলি বহন করতে হয়নি, এবং তারা তার পরিশ্রমের কদরও করেনি। তার ওপর অবিরাম চাপ তাকে মানসিক ও শারীরিকভাবে ক্লান্ত করে দিয়েছে। আমাকে দেখানো হয়েছিল যে ঈশ্বরের লোকদের সঙ্গে তার সম্পর্ক কিছু দিক থেকে ইস্রায়েলের সঙ্গে মোশির সম্পর্কের সদৃশ ছিল। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মোশির বিরুদ্ধে যেমন গুঞ্জনকারীরা ছিল, তেমনি তার বিরুদ্ধেও গুঞ্জনকারীরা ছিল।" সাক্ষ্যসমূহ, খণ্ড ৩, ৮৫।